৩৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
এসকেএস ফাউন্ডেশন
টেকসই পরিবর্তনের লক্ষ্যে অদম্য

বিশেষ ক্রোড়পত্র | ১ ডিসেম্বর ২০২৩ | এসকেএস ফাউন্ডেশন

শুভেচ্ছা বার্তা

এসকেএস ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দারিদ্রমুক্ত সমাজ গঠনে সকল ধরনের সম্পদে জনগোষ্ঠীর অংশীদারিত্বকে সর্মথন করে যাচ্ছে। মানব মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায্যতার সঙ্গে বসবাস করতে উৎসাহিত করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিগত ৩৬ বছর কাজ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থার সৃষ্টি করতে পেরেছে এসকেএস ফাউন্ডেশন। এসকেএস ফাউন্ডেশন তৃণমূলের মানুষের কাছে সেবা পৌঁছে দিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শিক্ষায় জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবায় দ্রুত সম্প্রসারণ ও সেবাগ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষির আধুনিকীকরণ, জ্ঞান ও দক্ষতার সমৃদ্ধিকরণে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এসকেএস ফাউন্ডেশন একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে সকল ধরণের উন্নয়ন সেবায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবান্ধব করে গড়ে তোলার তাগিদ অনুভব করে। এসকেএস ৩৬ বছরের পথ পরিক্রমায় নানা চড়াই-উতরাই পাড়ি দিয়ে একটি স্থানীয় সমাজভিত্তিক সংগঠন থেকে আজ জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

এসকেএস ফাউন্ডেশন তার কর্মসূচি মূলতঃ এসডিজি'র লক্ষ্য অর্জনে নিজস্ব পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত নির্ধারিত খাতগুলির উপ-কর্মসূচির হিসাবে বাস্তবায়ন করে। এ লক্ষ্যে এসডিজি'র অভীষ্ট্য লক্ষ্য অর্জনে দরিদ্রতার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিমান অর্জন, সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, সকলের জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, জেন্ডার সমতা অর্জন, সকলের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্ম-ব্যবস্থা গ্রহণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নে কর্মপন্থা নির্ধারণ করে এগিয়ে নিচ্ছে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে।

গাইবান্ধার ভরতখালী গ্রামের হতদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সমস্যা সংকট সমাধানের জন্য যে ছোট উদ্যোগ নিয়ে সংগঠনটি যাত্রা শুরু করেছিল, প্রায় সাড়ে তিনদশকের অধিক সময় ধরে নিরন্তর ধারাবাহিকতায় উন্নয়ন ধারায় সরকারের সহযোগী হিসেবে ভুমিকা রেখে চলেছে।

আজ ১ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এসকেএস ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের সকল সহকর্মী এবং সহযোগিদের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। সকলের ভালোবাসা আর দায়িত্বশীল কর্ম তৎপরতায় অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নের পথে আরও এগিয়ে যাবে এসকেএস ফাউন্ডেশন। এসকেএস ফাউন্ডেশন পরিবারের সকল অংশীজনের জন্য শুভেচ্ছা ও শুভকামনা।

মুর্শেদ আলম সরকার
সভাপতি
এসকেএস ফাউন্ডেশন

অংকনে: তাহসিন রহমান মৌরী-৬ষ্ঠ শ্রেণি, এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে ৩৬ বছর

আশরাফুল আলম

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বন্যাপ্রবণ, নদীভাঙ্গন, চর-অধ্যুষিত এবং পিছিয়ে পড়া ও অবহেলিত এক জনপদের নাম গাইবান্ধা। যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদ-নদী তীরবর্তী চরাঞ্চল এই জেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এখানকার অধিকাংশ মানুষ স্বল্প আয়ের এবং তাদের জীবন অসচ্ছল ও ঝুঁকিপুর্ণ। এক সময় খাদ্য অভাব এই অঞ্চলের মানুষের নিত্যসঙ্গী ছিল। বছরের বিশেষ সময়ে কাজ না থাকায় এখানকার নারী, পুরুষ ও শিশুরা অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাতো। অভাবের তাড়নায় মানুষ দাদন ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিত এবং কম মূল্যে আগাম শ্রম বিক্রি করত। পরিবারে অভাব-অনটন, কলহ-নির্যাতন, অসহিষ্ণু আচরণ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। যমুনা নদীর তীরবর্তী এমন একটি গ্রাম গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার হাটভরতখালী। সেখানকার ভরতখালী হাটকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হতো এই অঞ্চলের অর্থ ও সমাজনীতি। হাটকে কবজায় রেখে একটি প্রভাবশালী মহল সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করত। তখনকার বিদ্যমান অর্থ ও সমাজনীতির পরিবর্তনের উদ্যোগ নেন এলাকারই কিছু সাহসী তরুণ। অন্যায়-অনাচারের প্রতিবাদে এলাকার সমমনা কিছু সংখ্যক তরুণ ১৯৮৭ সালে গড়ে তোলেন 'হাট ভরতখালী সমাজ কল্যাণ সমিতি'। যার বিকশিত রূপ আজকের এসকেএস ফাউন্ডেশন।

"একটি দারিদ্রমুক্ত সমাজ, যেখানে প্রত্যেকেই সম্পদের অংশীদার এবং বাক স্বাধীনতা, মর্যাদা ও ন্যায্যতার সঙ্গে বসবাস করবে"- এমন একটি স্বপ্নের উপরই প্রতিষ্ঠালাভ করে এসকেএস ফাউন্ডেশন । ৩৬ বছরের পথ-পরিক্রমায় নানা চড়াই-উতরাই পাড়ি দিয়ে এসকেএস ফাউন্ডেশন একটি স্থানীয় সমাজভিত্তিক সংগঠন থেকে আজ পরিণত হয়েছে জাতীয় পর্যায়ের একটি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে। এসকেএস ফাউন্ডেশন তার উন্নয়ন দর্শন এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে অংশীদারিত্বর মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে এসকেএস ফাউন্ডেশন দেশের ৮টি বিভাগেই ২৯টি জেলার প্রায় ২৩ লাখ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প, দেশি-বিদেশী উন্নয়ন সহযোগী ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বেরভিত্তিতে এসকেএস ফাউন্ডেশন দেশের চরাঞ্চল, হাওড়, সমুদ্র উপকূল এবং পাহাড়ি এলাকায় ইতোমধ্যে শতাধিক উন্নয়ন প্রকল্প সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে চলামান রয়েছে ৩৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ।

এসকেএস ফাউন্ডেশন দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির বিপদাপন্নতা হ্রাস, ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের সুযোগ ও সম্পদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নে সহায়তা করে যাচ্ছে। একটি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসকেএস ফাউন্ডেশন স্থানীয় সরকারসহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে, বেসরকারি খাত, এনজিও, সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্ক এবং দাতা সংস্থার সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্কের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। জাতিসংঘ এবং সরকারের এসডিজি ৩, ৪, ও ৫ অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অর্ন্তভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার কথা প্রত্যাশা করা হয়েছে। এর আলোকে সমাজের দরিদ্র, অনগ্রসর, ভুমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকসহ খরা, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠির অধিকাংশই এসকেএস ফাউন্ডেশনের কর্মসূচির অংশগ্রহণকারী হিসেবে চিহ্নিত। তবে গ্রাম ও শহরাঞ্চলের হতদরিদ্র, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, স্বামী পরিত্যক্তা নারী, দুগ্ধদানকারী মা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, কিশোর-কিশোরী, আদিবাসী জনগোষ্ঠি এবং নারী-প্রধান পরিবারের সদস্যদের সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে।

এসকেএস তার চলমান কর্মসূচি একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্ধারিত চারটি সেক্টরের অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। যেমন- (১) সামজিক ক্ষমতায়ণ (২) অর্থনৈতিক উন্নয়ন (৩) পরিবেশগত ন্যায্যতা এবং (৪) সামাজিক উদ্যোগ। এসকেএস ফাউন্ডেশন নাগরিক অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকারি কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে সামাজিক ও মানবাধিকার সুরক্ষায় নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এসডিজি'র ৫ নম্বর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে জেণ্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের প্রত্যাশা করা হয়েছে। এসকেএস সামাজিক ক্ষমতায়নের আওতায় বিভিন্ন বয়েসের নারী ও পুরুষ, শিশু, কিশোর, যুব, বৃদ্ধসহ বিভিন্ন পেশার নাগরিকের জীবনমান উন্নয়নে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। বিভিন্ন প্রকল্প এবং ক্ষুদ্রঋণ অংশগ্রহণকারী পরিবারের শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, গৃহিণী, কৃষক, খামারি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে আয়বর্ধণমূলক কাজের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা করে।

সামাজিক ক্ষমতায়নের আওতায় নারীর ক্ষমতায়নে এসকেএস ফাউন্ডেশন নিবিড়ভাবে কাজ করছে । গঠন করা হয়েছে গ্রাম, ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে নারী দল। এ সকল দলের সদস্যগণ নারী ও মেয়ে শিশু সর্বোপরি সকলের অধিকার ও মানবাধিকার সুরক্ষার বলয় হিসাবে সামাজিক বিভিন্ন প্রচারণা ও আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের ইস্যুভিত্তিক দাবীদাওয়া তুলে ধরে। এছাড়াও দলের নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে কমিউনিটিতে সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের মীমাংসাযোগ্য কলহ বিবাদ মিটিয়ে পক্ষ-বিপক্ষ উভয়ের মধ্যে সমঝোতা আনতে সহায়তা করে। সমাজে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বা এর কুফল সম্পর্কে কিশোর-কিশোরী পিতামাতাকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠনের মাধ্যমে তাদের সামাজিক মনোবিকাশে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি পরিচালনা করেন। প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার রক্ষা ও তাদের সামাজিক অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নেও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে এসকেএস। এই সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠি সরকারি সেবাপ্রাপ্তি এবং অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সংগঠিত হতে বহুধাপ এগিয়েছে। প্রান্তিক নারীদের সমন্বয়ে গ্রাম, ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে নারী ফেডারেশন, ইউনিয়ন পরিষদের নারী নেত্রীর জনপ্রতিনিধিত্বকরণ, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিক চর্চা নিয়মিতকরণ, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটিতে তৃণমুল পর্যায়ের নারীদের অংশগ্রহণ, নারী এবং শিশুদের প্রতি যেকোনো ধরনের সহিংস ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আয়োজন, আইনগত সেবা সংস্থার মাধ্যমে আইনী সেবা গ্রহণসহ বিভিন্ন পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে; যার ফলে নারীর প্রতি অন্যায় অবিচারের মাত্রা কমেছে। নারীর অধিকার সংরক্ষণে অথবা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে যথাযথ মাধ্যমের সাথে সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসকেএস ফাউন্ডেশনের সামাজিক ক্ষমতায়ণ কর্মসূচিতে অংশীজনের সংশ্লিষ্টতা দাঁড়িয়েছে ২,২৬৭,৫২৫ জন।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি সামাজের সর্বস্তরে আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ নিশ্চিত করতে এসকেএস ফাউন্ডেশন নানা পদক্ষেপ হিসেবে ব্যবসা ও কৃষি উৎপাদনে দীর্ঘ ও মধ্য মেয়াদি ন্যুনতম সার্ভিস চার্জে মুলধন সহায়তা প্রদান করে। দরিদ্র, হতদরিদ্র, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক এবং ভুমিহীন কৃষকসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ নিম্ন-আয়ের পেশাজীবি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি গ্রহনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে। এছাড়াও এসকেএস বিভিন্নস্তরের উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের জীবন ও জীবিকার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এসকেএস'র এই সকল কর্মসূচির ফলে প্রত্যন্ত চর এলাকায় জলবায়ূ সহনশীল শস্য উৎপাদনে কৃষকগণ উৎসাহিত হয়েছে, চর এলাকার নিকটবর্তী স্থানে শস্য বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ফসল বাজারজাতকরণ সহজতর হয়েছে। চরবাসীর সহনীয় মুল্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য চাহিদা পুরণে অগ্রগতি হয়েছে। ফসলের ন্যায্যমুল্য প্রাপ্তির জন্য ফসল সংরক্ষণে রাখা সম্ভব হয়েছে। নতুন নতুন জাতের ফসল ও সবজির উৎপাদনে কৃষকগণ আগ্রহী হয়েছে। স্থানীয় চাহিদা সৃষ্টি ও বাজার সংযোগ সৃষ্টির ফলে হাঁস-মুরগীর খাবার ব্যবস্থাপনা ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন কোম্পানীর চরে যাতায়াতের উৎপাদিত পণ্যের সরাসরি বাজারজাতকরণ সম্ভব হচ্ছে। এ পর্যন্ত এসকেএস ফাউন্ডেশনের আর্থিক ক্ষমতায়ণে অংশীজনের সংশ্লিষ্টতা দাঁড়িয়েছে ৩,০৫৪,৭৫০ জন।

এসকেএস ফাউন্ডেশন সামগ্রিক উন্নয়ন কৌশলে পরিবেশগত ন্যায্যতা পরিকল্পনায় বর্তমানে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় অগ্রাধিকার বিবেচনায় কাজ করছে। বিগতদিনের অভিজ্ঞতা ও বিশ্ব জলবায়ু পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে আগামী দিনে কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে একটি সহনশীল পরিবেশ উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এ লক্ষ্যে চরাঞ্চলে বসতভিটা উচুঁকরণ, রাস্তা ও স্কুল মেরামত ও তৈরি, আগাম প্রস্তুতি গ্রহণে রিসোর্স সেন্টার স্থাপন, গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্ষমতা বৃদ্ধি, পয়ঃবর্জ্য ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন, এসওডির আলোকে করণীয় বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে অবহিতকরণ, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা ও উদ্ধার কার্যক্রমের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন এবং তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান ও তা পরিচালনায় প্রশিক্ষণ প্রদান। এ সকল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ফলে মানুষ জলবায়ুসহনশীল কৌশলগত পরিকল্পনা নিয়ে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। বৃক্ষ নিধন কমেছে, পারিবারিক ছাদ বাগান বা সবজি বাগানে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমেছে। জলবায়ু সহনশীল ঋতুবৈচিত্র বিবেচনায় বছরের সময়কে ভাগ করে অথবা ঋতুর তাপমাত্রা বিবেচনায় ফসল ও শাকসবজি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজেদের পয়ঃবর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করে জৈবসার উৎপাদনের মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। অন্যদিকে বন্যা সহনশীল অথবা কমসময়ে ফলদায়ক ফসল উৎপাদনে কৃষকরা উৎসাহিত হচ্ছেন। এসকেএস ফাউন্ডেশনের পরিবেশগত ন্যায্যতা কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সংখ্যা এ পর্যন্ত ১,০০৪,৭৮৯জন।

এসকেএস ফাউন্ডেশন স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষকে মৌলিক সেবা প্রদান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। এ লক্ষ্যে এসকেএস নিজস্ব ব্যয়ে এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় অসহায় দরিদ্র মানুষের বিনামুল্যে চক্ষু চিকিৎসা, চশমা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রদান করে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে স্যাটেলাইট স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন করে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী কিশোর-কিশোরীদের জন্য আলাদা স্যানিটেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ, নিরাপদ পানির জন্য নলকুপ স্থাপন, দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি বছর শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে। এসকেএস স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দিতে স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিক অথবা স্বাস্থ্য ক্লিনিকের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং কিশোর কিশোরী, বয়স্ক নারী পুরুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যন্ত চরাঞ্চল ও নদীপারের মানুষগুলো এখনও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত হতে পারেনি ফলে তাদের স্বাস্থ্যসেবায় কাঙ্খিত চাহিদার তুলনায় পিছিয়ে। এসকেএস সেই সকল দুর্গম অঞ্চলের মানুষের জন্য ভ্রাম্যমান ক্যাম্প আয়োজন অথবা তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের মানুষের সাথে অভিজ্ঞ ডাঃ এর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে। এসডিজি'র ৪ নম্বর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণের যে প্রত্যাশা নির্ধারণ করা হয়েছে এসকেএস ফাউন্ডেশনের এমন উদ্যোগ বা কর্মসূচি নিঃসন্দেহে এই প্রত্যাশায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভুমিকা রেখে চলেছে। ফলে প্রান্তিক এই মানুষগুলো নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করে স্বাস্থ্যব্যয় কমিয়ে খাদ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য চাহিদা পুরণে সক্ষম হচ্ছে। প্রতিবছর শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের ফলে বিগত দশ বছরে প্রায় দুই হাজার গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থী মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পেরেছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের টয়লেট ব্যবস্থা এবং নারী শিক্ষার্থীদের পিরিয়ডকালীণ সময়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে ইনক্লুসিভ স্যানিটেশন কমপ্লেক্স চর্চা এবং উপরণ সরবরাহ একটি অন্যতম পরিবর্তন হিসেবে দুশ্যমান হয়েছে। এসকেএস- এর সামাজিক উদ্যোগ কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সংখ্যা ৪,২৭১,৩৭৩ জন।

বিভিন্ন চড়াই উতরাই পেরিয়ে এসকেএস ফাউন্ডেশনের কর্মসূচি ৩৬ বছর অতিক্রম করেছে। উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর চাহিদামাফিক বেসরকারি সংগঠন হিসেবে এসকেএস প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকেই তার কর্মসূচি চালিয়ে আসছে। ৩৬ বছরে সামাজিক সুরক্ষায় সরকারের পাশাপাশি থেকে এমডিজি এবং এসডিজি'র লক্ষ্যপুরণে কাজ করে যাচ্ছে। এসকেএস অর্জিত কাজের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়কের ভুমিকা পালনে নিয়োজিত রয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও নেটওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম- এর সাথে সংযুক্ত থেকে জাতীয় পর্যায়ে অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নে নিরলসভাবে ভুমিকা রেখে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এসকেএস ফাউন্ডেশন।

শুভেচ্ছা বার্তা

এসকেএস ফাউন্ডেশন চরাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের প্রাপ্য অধিকার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হতদরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়নে ৩৬ বছর আগে যাত্রা শুরু করে। মানবিক মর্যাদা, ন্যায্যতা, বাকস্বাধীনতা এবং সম্পদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করে একটি দারিদ্রমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে শুরু হয়েছিল আমাদের যাত্রা। লক্ষ্যে স্থির থেকে সেই ক্ষুদ্র সমিতি আজ জাতীয় পর্যায়ে একটি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। উন্নয়ন যাত্রায় দেশের সুবিধা-বঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে পাশে দাঁড়াতে পেরে এসকেএস ফাউন্ডেশন গর্বিত।

জাতিষংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকে বর্তমানে এসকেএস ফাউন্ডেশন তার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নে এসকেএস ফাউন্ডেশন চারটি সেক্টর- সামাজিক ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশগত ন্যায্যতা এবং সামাজিক উদ্যোগ- এর মাধ্যমে জনগণের চাহিদাভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতি উত্তরণ করে বর্তমানে বিভিন্ন দেশে যুদ্ধসহ নানা কারণে সৃষ্ট বিশ্বমন্দার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আমাদের এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

বর্তমানে টেকসই উন্নয়নের পথে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত ও যুদ্ধসহ অনাকাংক্ষিত নানা বিষয়; যা উন্নয়ন কাজকে ভীষণভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা আমাদের অর্জিত উন্নয়নকেও হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'অর্জন বাধাগ্রস্ত হওয়ার শংকা দেখা দিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে দিনদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা ও মাত্রা দু'ই বাড়ছে। বাড়ছে দুর্যোগে সহায়-সম্বল হারানো মানুষের সংখ্যা। তাই ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনায় মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করাই হবে ভবিষ্যতে বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পরিবেশ সুরক্ষা এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে আমাদেরকে আরও বেশি নজর দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, কাউকে পেছনে ফেলে নয়, সবাইকে সাথে নিয়েই উন্নয়নকে করতে হবে টেকসই। এসব বিষয় মাথায় রেখেই এসকেএস ফাউন্ডেশন বিগত দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে আগামীতেও জনগণের পাশে থেকে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

এসকেএস ফাউন্ডেশন- এর ৩৬ বছরের পথপরিক্রমায় সরকারি-বেসরকারি নীতি-নির্ধারক ও পরিকল্পনাকারী, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, বেসরকারি পর্যায়ে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, সুশীলসমাজ ও স্টেকহোল্ডারগণ, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় এসকেএস ফাউন্ডেশন কৃতজ্ঞ। কর্মসূচি অংশীজন আমাদের সকল প্রেরনার উৎস। আগামীতে সবার সাথে কার্যকর যোগাযোগ ও আন্তঃসম্পর্ক বজায় রেখে এসকেএস ফাউন্ডেশন তার উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট রয়েছে।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে এসকেএস- এর পক্ষ্য থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা!

রাসেল আহম্মেদ লিটন
নির্বাহী প্রধান
এসকেএস ফাউন্ডেশন

শিক্ষা প্রসারে এসকেএস-এর পদযাত্রা

ড. অনামিকা সাহা

শিক্ষা টেকসই উন্নয়নের অন্যতম শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য বাহন। শিক্ষা মানুষের অন্তরের চক্ষু খুলে দেয়। বর্তমানে দেশের শিক্ষার হারের তুলনায় গাইবান্ধা জেলা অনেকাংশে পিছিয়ে। সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে হলে সুন্দর গাইবান্ধা গড়ে তুলতে হবে। দারিদ্র্যমুক্ত করে গাইবান্ধাকে অগ্রসর করতে হলে শিক্ষাই হচ্ছে মূল হাতিয়ার। সমাজের টেকসই ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য মান সম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকল্প নেই। একটি অঞ্চলের মানুষ যত বেশি শিক্ষিত হবে ততই সমাজ এগিয়ে যাবে। সে লক্ষ্যে এসকেএস ফাউন্ডেশন গাইবান্ধায় গড়ে তুলেছে যুগোপযোগী আধুনিক মানের দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
এ দেশের প্রান্তিক অসহায় জনপদে পরবর্তী প্রজন্ম প্রতিষ্ঠার মানবিক প্রয়াস ও শিক্ষা প্রসারে নিজেদের নিবেদিত রেখেছেন এসকেএস ফাউন্ডেশন। সংস্থার সেবার কর্মযজ্ঞে যুক্ত হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম। একটি সমাজ সেবামূলক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাজ সেবার বিভিন্ন দিকের পাশাপাশি দেশের শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখতে পারছে সংস্থাটি।

২০০৫ সালে এসকেএস নূতনকুঁড়ি বিদ্যাপীঠ এবং ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ। গাইবান্ধায় ৪-১৮ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের একাডেমিক শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি তাদের নৈতিকতা, সামাজিকতা, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, নেতৃত্বের গুণাবলীসহ সর্বোপরি একজন সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠার শিক্ষা প্রদান করছে প্রতিষ্ঠান দুটি। এ লক্ষ্যে এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজে বিদ্যমান রয়েছে কিছু ব্যতিক্রমী কার্যক্রম যেমন- শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল হাজিরা, অভিভাবককে তাৎক্ষণিক উপস্থিত-অনুপস্থ